26 JUL

# পীরগাছায় দুটি মাদ্রাসায় কাগজ-কলমে ছাত্রছাত্রী ৭ শতাধিক, বাস্তবে ২৩০

দিলাকত আলী বাদল, পীরগাছা (রংপুর) থেকে ফিরে

রংপুরের পীরগাছায় এমপিওভুক্ত দুটি মাদ্রাসায় কাগজ-কলমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭১৯ দেখানো হলেও বাস্তবে রয়েছে মাত্র ২৩০ জন। কম্পিউটার আছে, শিক্ষক আছে, কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। কম্পিউটার শিক্ষকের প্রাথমিক ধারণা নেই। সরকারের লাখ লাখ টাকা অপচয় হচ্ছে অথচ শিক্ষার নামে চলছে অরাজকতা, দুর্নীতি। দুটি মাদ্রসাতেই জামায়াত-শিবির ছাড়া অন্য কোন দল করা যাবে না বলে শিক্ষকদের অলিখিত নির্দেশ জারি রয়েছে। কর্মকর্তারা পরিদর্শনে গেলে আশপাশের মাদ্রাসা থেকে ছাত্রছাত্রী এনে ক্লাসে বসিয়ে রাখা হয়। রংপুরের পীরগাছা উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাদ্রাসা অবস্থিত। একটি মহিলা মাদ্রাসার নাম কান্দি কাবিলা পাড়া আলিম মাদ্রাসা এবং অপরটি হচ্ছে কান্দি আর আই ফাজিল মাদ্রাসা।

কান্দি কাবিলা পাড়া আলিম মাদ্রাসা জেলার একমাত্র মহিলা ইন্টারমিডিয়েট লেবেলের আলিম মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসায় শিক্ষকের সংখ্যা ২৬ জন। যারা এমপিওভুক্ত হিসেবে সরকারি বেতন পান। কাগজ-কলমে ছাত্রীর সংখ্যা ৩শ'র বেশি বলা হলেও বাস্তবে ১৬০ জন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে কাগজ-কলমে ছাত্রীর সংখ্যা ৬০ জন হলেও, আসলে ৩২ জন। ৭ম শ্রেণীতে ১২ ছাত্রী। অথচ কাগজ কলমে ৫২ জন। ৮ম শ্রেণীতে ২০ জন। কাগজ-কলমে ৪৬ জন, নবম শ্রেণীতে ৯ জন থাকলেও কাগজ-কলমে ২৩ জন। দশম শ্রেণীতে ২৬ জনের স্থলে ১৪ জন। আলিম (ইন্টারমিডিয়েট লেবেল) ২য় বর্ষে ৩২ ছাত্রীর কথা বলা হলেও বাস্তবে রয়েছে ১৪ জন। কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে ২ বছর আগে। অথচ এক ছাত্রীকেও কম্পিউটার ব্যবহার করতে দেয়া হচ্ছে না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিক্ষক জানালেন, মূলত অধ্যক্ষ বাসায় কম্পিউটার ব্যবহার করেন। কাগজ-কলমে ওই কলেজ থেকে উপবৃত্তি পাচ্ছে ১৯৮ ছাত্রী। কিন্তু এত ছাত্রী না থাকলেও উপবৃত্তির টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে ২৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৫ জনকে মাদ্রাসায় উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে।

অধ্যক্ষ এটিএম নুরুল্লা কোথায় গেছেন তা বলতে পারেননি কোন শিক্ষক। তবে উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবু বক্কর ছিদ্দিক দাবি করেন। কাগজ-কলমে আর বাস্তবে ছাত্রী সংখ্যায় অমিল নেই। কম্পিউটার শিক্ষক কম্পিউটার সম্পর্কে কিছুই জানেন না কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন আস্তে আস্তে শিখবে।

একই অবস্থা দেখা গেল কান্দি আর আই ফাজিল মাদ্রাসায়। এখানে ডিগ্রি লেবেল পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। কাগজ-কলমে ৪১৯ জন ছাত্রছাত্রী দেখানো হলেও বাস্তবে ৭০ জন ছাত্র রয়েছে বলে ছাত্ররা জানায়। ২৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫ জনকে উপস্থিত পাওয়া যায়। ছাত্র ছিল মাত্র ৪ জন। শিক্ষকদের বেশিরভাগই সরাসরি জামায়াত রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র জানায়, তাদের শিবিরের মিটিং-মিছিলে যাওয়ার জন্য কয়েকজন শিক্ষক চাপ দেন। এখানে জামায়াত-শিবির ছাড়া অন্য কোন দল করা যাবে না বলে অলিখিত নির্দেশ রয়েছে বলে কয়েকজন অভিভাবক জানান।

ছাত্র সংখ্যা কাগজ-কলমে এত বেশি বাস্তবে তার অর্ধেকও নেই কেন জানতে চাইলে জানান, ছাত্র একটু কম। কম্পিউটার শিক্ষক দু'জন। কিন্তু কম্পিউটারে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই বলে তিনি স্বীকার করেন।